সংবাদ

তারিখ 20 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ঢাবিতে আলোচনা সভা

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কম রাখায় ক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ধরন হচ্ছে- ঋণ করব কিন্তু উন্নয়ন করব না; প্রতিদিনের খরচ বাড়াব; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য খরচ করব না। এ বাজেটে সরকার উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে বাজেট ঘাটতি বেশি রেখে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে

বরাদ্দ : প ২ ক ৬

বরাদ্দ : শিক্ষা খাতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিরল।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ আয়োজিত প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. হারুন অর রশিদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. হারুন অর রশীদ বলেন, 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার থাকে। যারা কিছু দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেদের বৈধতা নিশ্চিত করে। তাই এ সরকার অন্তবর্তীকালীন বাজেট ঘোষণা করলেই ভাল হতো।

ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, দেশের অর্থনীতির জন্ডিস ও ডায়াবেটিস একত্রে হয়েছে। স্থবিরতা ও মুদ্রাস্ফীতি চলছে সমানতালে। একটির চিকিৎসা দিতে গেলে অপরটিতে সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। মৌলিক ব্যয়ে গুরুত্ব দিলে এ সমস্যা থাকত না।

প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, যুদ্ধের সময়েও কোরিয়া শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমায়নি। কোন সঙ্কটের কারণে বর্তমান বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমানো হলো তা জাতিকে জানাতে হবে।

সভায় অন্যদের মধ্যে ড. নিয়াজ আহমেদ খান, রওনক জাহান, শুচিতা শারমিন, মো. রিয়াজুল হক, ফাহমিদা সুলতানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।